যখন নারী ও পুরুষের প্রসঙ্গ আসে, তখন কে কার কাছে আত্নসমর্পন করে?

পরিবারে এবং জামাতে নারী ও পুরুষ উভয়ের একে অন্যের কাছে আত্নসমর্পন করা উচিত! মসীহ্ বিশ্বাসীদের কাছে মসীহের হৃদয় এবং কাজকে ধারণ করে মানুষের সেবা করার একটি সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আমারা যদি অন্যদের উপরে "কর্তৃত্ব" করতে চাই, তবে আমরা বাকিদের মতোই। পৃথিবী পারস্পারিক সমতা বোঝে না। পৌল ইফিষের বিশ্বাসীদের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

মূল শব্দ

ὑποτάσσω

hypotasso = আত্নসমর্পন

"মসীহের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমরা একে অন্যের কাছে আত্নসমর্পন করি."

"নির্ভরতার আয়াত"- ইফিষীয় ৫:২১

৫:২১ অতি তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত কারণ এটি পৌলের অতি দীর্ঘ "নির্ভরতার আয়াত" হিসেবে পরিচিত। এই আয়াত পৌলের বর্ণিত "রূহে পূর্ণ হও" এই আদেশের যোগসুত্র সাধন করে, এবং একই সাথে একটি নতুন রুকুর সূচনা করে যাকে বলা হয় "পারিবারিক রীতি"। আয়াতগুলো ব্যখ্যা করে যে "একে অপরের কাছে আত্নসমর্পন করা" এর কার্যত অর্থ হল কার্যকরীভাবে, ঈসার এবং জামাতের দ্বারা চূড়ান্তভাবে চিত্রিত হওয়া। যেহেতু আমরা ঈসাকে অনুসরণ করে চলি, তাই ঈসাতে আমাদের প্রত্যেকের একে অপরের কাছে সমর্পণ করা উচিত।

স্বামী/স্ত্রীর আত্নসমর্পন কি শুধুমাত্র "একপাক্ষিক" হওয়া উচিত? না!

পৌল কাদের আদেশ দেন?

ইফিষীয় ৫:২১-৩৩ আয়াতে নারীদের প্রতি ০(শূন্য) উপদেশকমূলক কালাম দেওয়া হয়েছে, যেখানে পুরুষদের প্রতি তিনটি আদেশ দেওয়া হয়েছে। ৫:২৫, ৫:২৮, ৫:৩৩ আয়াতে স্বামীদেরকে "ভালোবাসার" কথা বলা হয়েছে। পারিবারিক রীতির শেষ পর্যায়(৬:৯), পুরুষেরা আরও দুটি মোট (৫টি) আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে, সন্তানেরা দুইটি এবং চাকররা একটি, সেখানে নারীদের জন্য একটিও আদেশ নেই। স্ত্রীদের সম্বোধনকারী ক্রিয়াপদগুলো হয়: ১. গ্রীক ভাষায় বলা হয়নি কিন্তু পূরাতন শ্লোক থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখাগুলো আক্ষরিকভাবেই বলছে, "নারীরা তোমরা যেমন প্রভুর, তেমন নিজ নিজ স্বামীর বশিভূত হও"(৫:২২) এবং "নারীরা স্বামীর প্রতি" (৫:২৪)। অথবা ২. ৫:৩৩ এর ক্রিয়াপদটি খুবই "মোলায়ম" সংযোজনকারী, নিষ্ক্রিয় ক্রিয়াপদ, এবং অনুবাদে বলা হচ্ছে" শ্রদ্ধা করা উচিত"।

অনুচ্ছেদের শুরুর শব্দটি "কেফ্যালে" এর অর্থ কি?

নিশ্চিতভাবে,ঈসাই রাজাদের রাজা, কিন্তু এই অনুচ্ছেদে পৌল তাকে প্রভুদের প্রভু হিসেবে নয় বরং নাজাতদাতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ঈসা নম্রতার সাথে দান করেছেন, সেবা করেছেন, বলিকৃত হয়েছেন, এবং আমাদের নাজাত করেছেন। কেফেল হল এমন একটি স্থান যেখান থেকে জীবন, রহমত, এবং সেবা পাওয়া যায় (ওয়ান-পেজার দেখুন, পুরুষ কি নারীর "মস্তক" নয়)।

আমার কি মসীহ্তে অন্যান্য ভ্রাতা ভগ্নিরদের সাথে পারস্পারিক বশ্যতা স্বীকার করা উচিত? হ্যাঁ।

আমার কি নিজের স্বামী/স্ত্রী, যাকে আমি সবথেকে বেশী ভালোবাসি তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা উচিত? হ্যাঁ, অবশ্যই!

উপসংহার

একে অপরের কাছে আত্নসমর্পন করা... এটাই মসীহের শিক্ষা ছিল। স্বামী ও স্ত্রী'র ও এটাই কর্তব্য (ভাই/বোন)। ঈসা কি নিজেকে নম্র, নত করেলিন, নিজেকে অস্বীকার করেছিলেন, বৈবাহিক সর্ম্পক থেকে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেছিলেন? হ্যা!

যখন নারী ও পুরুষেরা ইফিষীয় ৫ এর মতো নিজেদেরকে সমর্পিত করবে, তখন সমগ্র পৃথিবী জানতে পারবে। আমরা ঈসার একজন আদর্শ নম্রতার, একতার, প্রতীক হয়ে উঠি।

ইফিষীয় ৪-৬ এর চিয়াজম/বাক্যালংকার

৪:১-৬ পৌল একজন কয়েদী
৪:৭-১৬ ঈসা উপহার দান/ভূষিত করেন
৪:১৭-৩২ গোষ্ঠী ভুক্ত করা
৫:১-২০ ভালোবাসার এবং পবিত্র সন্তান হিসাবে সম্পর্কিত করা
৫:২১-২৩ এক অপরের কাছে আত্নসমর্পণ করা
৫:২৪ স্ত্রীরা স্বামীদের প্রতি
৫:২৫ স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি
৫:২৫ ঈসায়ী জামাতের প্রতি
৫:২৬-২৭ জামাত মসীহের প্রতি
৫:২৮ যে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসে সে নিজেকে ভালোবাসে
৫:২৯ জামাত মসীহের প্রতি
৫:২৯ মসীহ্ জামাতের প্রতি
৫:৩৩ স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি
৫:৩৩ স্ত্রীরা স্বামীদের প্রতি
৬:১-৪ একজন বাধ্য সন্তান হিসাবে
৬:৫-৯ দাস হিসাবে
৬:১০-১৭ ঈসা সুরক্ষা দান করেন
৬:১৮-২০ পৌল এতজন দূত

স্বামী,স্ত্রী হল মধ্যমনি, চূড়া, একটি অসাধারন চিয়াজমের

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?